গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
আইন শাখা-১
পরিবহণ পুল ভবন (কক্ষ নং-৯১২)
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।

পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪(মতামত-১).১৮-২৬০

তারিখঃ ১৯ ফাল্গুন ১৪২৫ / ০৩ মার্চ ২০১৯

বিষয়ঃ যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলাধীন 'রঘুরামপুর মহিলা দাখিল মাদ্রাসা'-এর সুপার, জবাব মো: আবুল কাশেম-এর অনুকূলে মে/২০১১ হতে নভেম্বর/২০১২ এবং ১১/৫/২০১৭ হতে অক্টোবর/২০১৭ পর্যন্ত সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালীন প্রাপ্ত খোরপোষ ভাতা ব্যতীত প্রাপ্য অবশিষ্ট বেতন-ভাতা'র (এমপিও) সরকারি অংশ পরিশোধ সংক্রান্ত।

সূত্র: সুপার, জবাব মো: আবুল কাশেম-এর ১৮/১২/২০১৮ তারিখের আবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলাধীন রঘুরামপুর মহিলা দাখিল মাদ্রাসায় সুপার, মো: আবুল কাশেম-কে ০৪.৩.২০১০ খ্রি: তারিখে কারণ দর্শানোর নোটিশ ছাড়াই সাময়িক বরখাস্ত করা হয় এবং সুপারকে (কমিটি কর্তৃক) চূড়ান্ত বরখাস্ত করে বিষয়টি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এর আপিল এন্ড আরবিশট্রেশন কমিটি এর নিকট প্রেরণ করা হয়।

২। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এর আপিল এন্ড আরবিশট্রেশন কমিটি কর্তৃক মাদরাসা কর্তৃপক্ষের প্রস্তাব (চূড়ান্ত বরখাস্তকরণ) অনুমোদন না করে সুপার জনাব মো: আবুল কাশেম-কে চাকুরীতে পূর্নবহাল করত: বকেয়া বেতন-ভাতা প্রদানের সুপারিশসহ বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি -কে ০৩/৫/২০১২ তারিখে নির্দেশ প্রদান করা হয়।

৩। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এর আপিল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটির ০৩/৫/২০১২ তারিখের নির্দেশনা মোতাবেক সুপার, মো: আবুল কাশেম বর্ণিত মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কেশবপুর, যশোর বরাবর যোগদানের মাধ্যমে চাকুরীতে পূনর্বহাল হন। সুপার হিসেবে জনাব মো: আবুল কাশেম-এর যোগদানের বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের ০৩/১/২০১৩ তারিখের পত্রের স্বীকৃত হয়েছে।

(ক) তদপ্রেক্ষিতে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, কেশবপুর, যশোর তাঁর স্মারক নং-৩০৯, তারিখ ৩১/১২/২০১২ খ্রি. মূলে সুপার মাওলানা আবুল কাশেমকে চাকুরীতে পুনর্বহালপূর্বক তার (সুপার) বকেয়া বেতন-ভাতাদি প্রদানের সুপারিশ সম্বলিত মতামত প্রদান করেন। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, কেশবপুর, যশোর এর মতামতের আলোকে গত ০১/১/২০১৩ তারিখ পুর্বাহ্নে সুপার, মাওলানা মো: আবুল কাশেম এর যোগদানপত্র গ্রহণ করা হয়েছে মর্মে বর্ণিত হয়েছে।

৪। পরবর্তীতে ১১/০৫/২০১৭ তারিখে পুনরায় আবেদনকারীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে সুপার, জনাব মো: আবুল কাশেম কর্তৃক মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-১৩৬০৮/২০১৭ মামলা দায়ের করা হয়। উক্ত রিট মামলায় মাননীয় আদালত কর্তৃক কোন রুলনিশি ইস্যু না করে গত ০৫.১০.১৭ খ্রি: তারিখে রেজিস্ট্রার,বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড (রেসপনডেন্ট নং ৪) বরাবর নিম্নরূপ রায়/নির্দেশ প্রদান করা হয়;

"We are not inclined to issue any Rule in this matter at this stage. Ruther considering the application and the submissions of the learned councel for the applicant. we direct the respondent No.-4 Registrar, Bangladesh Madrasha Education Board, Dhaka to dispose of the application dated 07.08.2017 (Annexure-E) filed by the applicant within 2 (two) weeks on receipt of this order without any fail.

৫। সাময়িক বরখাস্ত প্রত্যাহারসহ পূর্ণ বেতন-ভাতাদির জন্য কাগজপত্রসহ (রিট মামলার আর্জির Annexure-E-তে বর্ণিত মতে) মূলে রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বরাবর ০৭.৮.১৭ তারিখে সুপার, জনাব মো: আবুল কাশেম কর্তৃক আবেদন দাখিল হয়।

৬। রিট পিটিশন নং-১৩৬০৮/১৭ মামলায় গত ০৫.১০.১৭ খ্রি: তারিখের রায়/নির্দেশনা অনুযায়ী সুপার কর্তৃক দাখিলকৃত (মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডে) আদেনটি নিষ্পত্তির জন্য বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি, ভারপ্রাপ্ত সুপার এবং সাময়িক বরখাস্তকৃত সুপার, জনাব মো: আবুল কাশেম-কে স্ব-স্ব দাবীর পক্ষে লিখিত বক্তব্য, সমর্থনীয় কাগজপত্র ও মামলার রায়ের সার্টিফাইড কপিসহ ২৩/১০/২০১৭ তারিখ বোর্ডে উপস্থিত থাকার জন্য পত্র দেয়া হয়।

৭। বাংলাদেশ মাদ্রাসা বোর্ডের পত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উল্লেখ রয়েছে। যথা-

(ক) পত্রের (বোর্ডের) প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি, ভারপ্রাপ্ত সুপার এবং সাময়িক বরখাস্তকৃত সুপার, জনাব মো: আবুল কাশেম-কে স্ব স্ব দাবীর পক্ষে লিখিত বক্তব্য, সমর্থনীয় কাগজপত্র ও মামলার মূল সার্টিফাইড কপি দাখিল করত সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আপিল এন্ড আরব্রিটেশন কমিটি-কে জানায় যে, যশোর এর কেশবপুর থানার এফ আর নং-১৫, তারিখ: ২০/০২/২০১৬ ইং জিআর নং ১৭৭; ২০/০৭/২০১৬ ইং এসজিআর নং-০৪, তারিখ: ২০/০৭/২০১৬ সময় ১৬:১৫ মিনিট ধারা ৪/৬ ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক দ্রব্য আইন, তৎসহ ১৬(২)/২৫, ডি ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে নাশকতা মামলায় সুপার, জনাব মো: আবুল কাশেম গ্রেফতার হয়ে জেলে প্রেরিত হলে তাকে ০৫/০৫/২০১৭ তারিখে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয় এবং ম্যানেজিং কমিটি ১১/৫/২০১৭ খ্রি. তারিখে উক্ত বরখাস্তের অনুমোদন করে।

(খ) তিনি (সভাপতি) জানান মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং- ৩৬৫৭/২০১৫ মামলার রায়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষককে ৬০ দিনের বেশি সাময়িক বরখাস্ত না রাখার নির্দেশ রয়েছে (উল্লেখ্য-একই মামলার নির্দেশনা অনুযায়ী বেসরকারী কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষক/কর্মচারীকে ৬০ দিনের বেশী সাময়িক বরখাস্ত না রাখার নির্দেশনা টিএমইডি হতেও দেয়া হয়েছে) কিন্তু উক্ত সুপার, নাশকতার মামলায় আসামী মর্মে বর্ণিত রয়েছে।

(গ) সভাপতির পত্রে আরো উল্লেখ রয়েছে যে, উক্ত সুপারকে ইতোপূর্বেও একাধিকবার সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অনৈতিক ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগের কারণে মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি ইতোমধ্যে ১১/১০/১৭ খ্রি: তারিখে বিভাগীয় মামলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

(ঘ) সকল পক্ষের বক্তব্য ও সমর্থনীয় কাগজপত্র পর্যালোচনা পূর্বক দেখা যায় যে সাময়িক বরখাস্তকৃত সুপার জনাব মো: আবুল কাশেমকে সাময়িক বরখাস্ত করার পূর্বে যে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়, তাতে তাঁর বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগের উল্লেখ করা হয়েছে-

I) নাশকতা মামলার আসামী যার নং-১৫; তারিখ: ২০/০৭/২০১৬;
II) কর্তৃপক্ষে আদেশ নিষেধ অমান্য করা;
III) মাদ্রাসার স্বার্থ ও রাষ্ট্রবিরোধী লোকজন নিয়ে গোপনে বৈঠক করা; এবং
IV) নাশকতাসহ রাষ্টবিরোধী কাজে লিপ্ত থাকা।

(ঙ) সভাপতি তার বক্তব্যের স্বপক্ষে যে সকল কাগজপত্র দাখিল করেছেন তাতে সুপার জনাব মো: আবুল কাশেম এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ বিধি মোতাবেক তদন্ত কমিটি গঠন করে তদন্ত করার কোন প্রমাণক সংযুক্ত নেই। সুপারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা নং-১৫/২০১৬ তে পুলিশ কর্তৃক বিজ্ঞ আদালতে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুপারের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় সুপারকে গ্রেফতার করা হয়।

(চ) উক্ত মামলার চার্জসিট এখনো দাখিল করা হয়নি। তাছাড়া দাখিলকৃত এজাহার যাচাই করে সুপার জনাব মো: আবুল কাশেম এর নাম এজাহার কপিতে উল্লেখ নেই।

(ছ) একই বিষয়ে সাময়িক বরখাস্তকৃত সুপার. জনাব মো: আবুল কাসেম জানান যে, তিনি মামলার এজহারভুক্ত আসামী নন। ২০১৬ সালের পেন্ডিং মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং ১৭ দিন পর তিনি জামিন লাভ করেন; কিন্তু ম্যানেজিং কমিটি তাকে ষড়যন্ত্রমূলক ভাবে বরখাস্ত করে বরখাস্ত আদেশ বহাল রেখেছে।

(জ) মহামান্য হাইকোর্টে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-৩৬৫৭/২০১৫ এর রায়ের আলোকে তার সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহারের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কেশবপুর, যশোর এর নিকট আবেদন করলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার শুনানীর জন্য দিন ধার্য করেন কিন্তু সভাপতি তার আহবানে গুরুত্ব না দিয়ে শুনানীতে উপস্থিত হননি। এহেন পরিস্থিতিতে তিনি মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে রিট পিটিশন নং-১৩৬০৮/২০১৭ দায়ের করেন।

(ঝ) সুপার. জনাব মো: আব্দুল কাসেম-কে সাময়িক বরখাস্ত করার পর দীর্ঘদিন যাবৎ বিধি মোতাবেক তদন্ত করে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি যামহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-৩৬৫৭/২০১৫ এর রায়ের (বেসরকারী কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষক/কর্মচারীকে ৬০ দিনের বেশী সাময়িক বরখাস্ত না রাখা) পরিপন্থি।

(ঞ) জনাব মো: আব্দুল কাশেম কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-১৩৬০৮/২০১৭ মামলার ০৫/১০/২০১৭ তারিখের আদেশের প্রেক্ষিতে সাময়িক বরখাস্তকৃত সুপার জনাব মো: আবুল কাশেম এর সাময়িক বরখাস্ত প্রত্যাহার ও বেতন ভাতাদি (এমপিও) পরিশোধের জন্য এবং সুপার. জনাব মো: আবুল কাসেম চার্জসিটভুক্ত আসামী হলে তার (সুপার) বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে বোর্ডকে অবহিত করার নির্দেশনা দিয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি বরাবর বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড হতে ০৫/১/২০১৭ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়।

৮। উক্ত আদেশের প্রেক্ষিতে সুপার জনাব মো: আবুল কাশেম-কে চাকুরীতে পুর্নবহালের জন্য বর্ণিত মাদ্রাসার সভাপতি কর্তৃক ২৬/১১/২০১৭ তারিখে অফিস আদেশ জারি করা হয়। তারপর থেকে অদ্যাবধি জনাব মো: আবুল কাশেম উক্ত প্রতিষ্ঠানের সুপার পদে কর্মরত আছেন মর্মে সুপার তার আবেদনে উল্লেখ করে মে/১১ হতে নভেম্বর/১২ এবং ১১/৫/১৭ হতে অক্টোবর/১৭ পর্যন্ত সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালীন প্রাপ্ত খোরপোষ ভাতা ব্যতীত বেতন-ভাতা'র অবশিষ্ট অংশ বাবদ বকেয়া ১৮০৫৬২/- (এক লক্ষ আশি হাজার পাঁচশত বাষট্টি) টাকা পাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন।

৯। **(ক) উল্লেখ্য-"স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি মাদ্রাসা শিক্ষকগণের চাকরির শর্ত বিধিমালা-১৯৭৯" এর বিধি ১১-তে বেসরকারি মাদ্রাসা শিক্ষকগণের শাস্তির বর্ণনা উল্লেখ রয়েছে।**

(খ) স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি মাদ্রাসা শিক্ষকগণের চাকরির শর্ত বিধিমালা-১৯৭৯" বিধি ১২ অনুযায়ী বেসরকারি মাদ্রাসা শিক্ষকগণের শাস্তি প্রদানের বিধান নিম্নরুপ-

"বিধি-১১ অনুযায়ী শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা নিয়োগদানের ক্ষমতা সম্পন্ন কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত থাকবে। তবে আপীল ও সালিসি কমিটি কর্তৃক শাস্তির প্রস্তাব পরীক্ষা ও বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন শিক্ষকের উপর বরখাস্ত বা অপসারণ এর শাস্তি আরোপ করা যাবে না"

১০। যেহেতু রঘুরামপুর মহিলা দাখিল মাদ্রাসা, কেশবপুর যশোর এর সুপার জনাব মো: আবুল কাশেম এর নিয়োগদানের ক্ষমতা সম্পন্ন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত শাস্তি (চূড়ান্ত বরখাস্তকরণ) প্রদান করা হয়েছে কিন্তু শাস্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আপিল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটি) কর্তৃক মাদ্রাসা ম্যানেজিং কমিটির প্রস্তাব অনুমোদিত হয়নি। বিধায় সুপার. জবাব মো: আবুল কাশেম এর মে/২০১১ হতে নভেম্বর/২০১২ এবং ১১/৫/২০১৭ হতে অক্টোবর/২০১৭ পর্যন্ত সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালীন "স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি মাদ্রাসা শিক্ষকগণের চাকরির শর্ত বিধিমালা-১৯৭৯ এর অনুচ্ছেদ ১২" অনুযায়ী কর্মকাল হিসেবে বিবেচিত হবে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১১। এমতাবস্থায়, যেহেতু জনাব মো: আব্দুল কাসেম বর্তমানে স্বপদে পুনর্বহাল হয়ে কর্মরত রয়েছেন এবং বরখাস্তকালীন সময় কর্মকাল হিসেবে বিবেচিত হওয়ার আইনগত সুযোগ বিদ্যমান সেহেতু তিনি (সুপার. জনাব মো: আবুল কাশেম) পূর্ণ বেতন-ভাতা (এমপিও) পাওয়ার হকদার। সেমতে রঘুরামপুর মহিলা দাখিল মাদ্রাসা, কেশবপুর, যশোর এর সুপার. জবাব মো: আবুল কাশেম-এর অনুকূলে মে/২০১১ হতে নভেম্বর/২০১২ এবং ১১/৫/২০১৭ হতে অক্টোবর/২০১৭ পর্যন্ত সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালীন প্রাপ্ত খোরপোষ ভাতা ব্যতীত প্রাপ্য অবশিষ্ট বেতন-ভাতা'র (এমপিও) সরকারি অংশ (সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ের প্রকৃত মেয়াদ এবং প্রকৃত বকেয়ার পরিমান যাচাই-বাছাইক্রমে) চলতি অর্থবছরের বরাদ্দ হতে পরিশোধ করত: এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(মো: জাহাঙ্গীর হোসেন বেপারী)
সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন)
ফোন-৯৫৮৬৫৮৩।

মহাপরিচালক
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার
লেভেল-৩, ৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে:

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। প্রোগ্রামার, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (পত্রটি ওয়েভসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩। অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৪। যুগ্মসচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৫। উপসচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৬। সভাপতি, ম্যানেজিং কমিটি, রঘুরামপুর মহিলা দাখিল মাদ্রাসা, ডাকঘর- ভালুকঘর, উপজেলা-কেশবপুর, জেলা-যশোর।
৭। সুপারিনটেনডেন্ট, রঘুরামপুর মহিলা দাখিল মাদ্রাসা, ডাকঘর- ভালুকঘর, উপজেলা-কেশবপুর, জেলা-যশোর।
৮। অফিস কপি/মাস্টার কপি।